দৈনিক সংবাদ
56
তারিখ 14 MAY 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

তিন ঘন্টা গোলাগুলি ও বোমাবাজি

বাংলা কলেজে সশস্ত্র যুবকদের তাণ্ডব

(মিরপুর প্রতিনিধি)

একদল সশস্ত্র যুবক গতকাল বুধবার মিরপুর সরকারী বাংলা কলেজে একটানা ৩ ঘন্টা গোলাগুলি ও বোমাবাজির মাধ্যমে কলেজ ক্যাম্পাস দখল করে নেয়। তারা অস্ত্রের মুখে কলেজ হোস্টেল থেকে সাধারণ ছাত্রদের বের করে দেয়। অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে মিছিল করার সময় ক্যাম্পাসের ভিতর ছাত্র সংসদের কার্যালয় ভাংচুর করা হয়। এ সময় ৮ জন ছাত্র বুলেটবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ২১শে মে পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এ ঘটনার সময় ক্যাম্পাসে প্রচুর পুলিশ উপস্থিত ছিল। কিন্তু পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সকাল ১১টায় সশস্ত্র এ যুবকরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। বেলা ২টা পর্যন্ত একটানা গোলাগুলি চালায়। এ সময় এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ব্যাপক সন্ত্রাসের ফলে সাধারণ

বাংলা কলেজ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

বাংলা কলেজ ঃ বোমাবাজি

(১ম পাতার পর)

ছাত্রছাত্রীরা এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে। শিক্ষকরাও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

ছাত্রলীগ (আ-অ) কলেজ শাখার সভাপতি কাসেম মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক করিম রেজাসহ ৮ জন ছাত্র গুলিতে আহত হয়। ঘটনার পরপরই ১ নম্বর সেকশন থেকে দারুস সালাম পর্যন্ত সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ প্রহরায় শিক্ষকরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন।

সন্ত্রাসী ঘটনার পর ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি কলেজ চত্বরে আসার সময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন জানান, সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার সময় সরকারী দলের একটি অঙ্গ সংগঠনের পক্ষে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। তাদের অধিকাংশই বহিরাগত। কলেজ চত্বর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এখনো থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, ছাত্রলীগ (আ-অ) দীর্ঘদিন থেকে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি আশরাফুল ইসলাম মারুফ ও সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মতি পুলিশের উপস্থিতিতে মিরপুর বাংলা কলেজে ছাত্রদলের বহিরাগত অস্ত্রধারীদের সন্ত্রাসী তৎপরতার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তারা পুলিশের ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।